প্রথম অধ্যায়

উত্তররাঢ়ীয় সমাজের পূর্ব্বাভাস

রাঢ়দেশের উত্তরাংশে যাঁহারা বাস করিতেন, তাঁহারা উত্তররাঢ়ীয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে আমরা কেবল উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের কথাই লিপিবদ্ধ করিতেছি।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজ যে ঠিক কোন সময়ে গঠিত হইয়াছে, তাহা বলা কঠিন। বরেন্দ্রভূমে বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজ গঠিত হইবার বহু পূর্ব্বে যেরূপ নানা উপাধিধারী বহু গোত্রের কায়স্থ নানাস্থানে বাস করিতেন, উত্তররাঢ়েও সেইরূপ নানা গোত্রের নানা উপাধিধারী কায়স্থের বাস ছিল, সন্দেহ নাই। বরেন্দ্র অঞ্চলে যেরূপ পুরাতত্ত্বানুসন্ধান চলিতেছে, যে অনুসন্ধানের ফলে সুপ্রাচীন তাম্রশাসন ও শিলালেখ হইতে স্থানীয় কায়স্থসমাজের অতীত অবস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাইতেছি, উত্তররাঢ়ে সেরূপ উপযুক্ত অনুসন্ধান হয় নাই। বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতির চেষ্টায় উত্তররাঢ়ের কয়েক স্থানে সামান্য অনুসন্ধানে যেরূপ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে আমরা উত্তররাঢ়ের কোন কোন স্থানে সুপ্রাচীন শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাবের ক্ষীণস্মৃতি দেখিতে পাইতেছি। যথাস্থানে আমরা তাহার পরিচয় দিব।

বরেন্দ্র বা উত্তরবঙ্গ হইতে যেরূপ গুপ্তসম্রাট্‌গণের অধিকারজ্ঞাপক বহু তাম্রশাসন ও শিলালেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে, উত্তররাঢ় হইতে সেরূপ প্রাচীন বৈদেশিক প্রভাবমূলক কোন তাম্রশাসন বা শিলালেখ বাহির হয় নাই। উপযুক্ত সমসাময়িক প্রমাণের অভাবে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি না যে, উত্তরবঙ্গ বা বরেন্দ্রের ন্যায় উত্তররাঢ়েও গুপ্তশাসন এবং তাঁহাদের অধীন কায়স্থ রাজকর্ম্মচারীদের রাজকীয় ও সামাজিক অবস্থা প্রকৃতরূপে ঠিক কিরূপ ছিল। আশা করা যায়, অনুসন্ধানের ফলে পুরাবিদ্‌গণের যত্নে অদূর ভবিষ্যতে এখানকার সুপ্রাচীন কায়স্থসমাজের সমাজচিত্র উদ্‌ঘাটিত হইতে পারিবে। এখানে বহু প্রাচীনকাল হইতে বৌদ্ধ, জৈন, শৈব ও শাক্ত প্রভাবের ক্ষীণ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। মনে হয়, শশাঙ্কদেবের সময়ে খৃষ্টীয় ৭ম শতক পর্য্যন্ত এখানে ক্ষত্রপপ্রভাব বিদ্যমান ছিল। কামরূপপতি ভাস্করবর্ম্মা কর্ণসুবর্ণে অধিষ্ঠানকালে এখানকার ক্ষত্রপ বা সামন্তরাজগণের প্রভাব বিলুপ্ত হয়। ভাস্করবর্ম্মার নিকট হইতে কর্ণসুবর্ণের বহু ভূমি বহু ব্রাহ্মণগণকে প্রদত্ত হইয়াছিল। অল্পদিন পরেই স্ব স্ব আধিপত্য-প্রয়াসী শাসনশক্তির প্রভাবে উত্তররাঢ়ের অধিকাংশ অবৈদিক ব্রাহ্মণগণের করায়ত্ত হইয়াছিল। এ কারণেও হয়ত তৎকালীন কায়স্থসমাজের অবস্থাজ্ঞাপক সমসাময়িক তাম্রশাসন বা শিলালেখ পাইতেছি না।

উত্তররাঢ়ীয় সমাজে কোন্ কোন্ শাখার কায়স্থ মিলিত হইয়াছিলেন, উত্তররাঢ়ীয় ঘটক-কারিকায় মূল পরিচয় সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"চিত্রগুপ্তঃ ক্রিয়োপেতঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু পূজ্যতে।...
সেনীপুত্রাঽষ্টকাঃ পৃথ্ব্যাং সর্ব্বসম্পত্তি-সংযুতাঃ।
গৌড়াখ্যো মাথুরশ্চৈব সক্সেনো ভট্টনাগরঃ।
অম্বষ্ঠশ্চ শ্রীবাস্তব্যঃ কর্ণোপকর্ণ উচ্যতে॥
পুত্রানামষ্টকাণাঞ্চ শ্রেষ্ঠঃ কর্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
শ্রীকর্ণ ইতি সংজ্ঞঃ স বিখ্যাতো ভুবি সর্ব্বতঃ॥
তস্য বংশে সমুদ্ভুতা পঞ্চবিজ্ঞা মহাজনাঃ।
বাৎস্যগোত্রেঽনাদিবরঃ সোমঃ সৌকালিনেন চ॥
পুরুষোত্তমো মৌদ্গল্যো বিশ্বামিত্র সুদর্শনঃ।
কাশ্যপেন দেবনামা ইতি তে কথিতং মুদা॥" (কায়স্থকুলদীপিকা)

অর্থাৎ ক্রিয়াবান্ চিত্রগুপ্ত সর্ব্বশাস্ত্রেই পূজিত হইয়াছেন। এই পৃথিবীতে সেনীর সর্ব্ব সম্পত্তিশালী ৮টী পুত্র জন্মে, তাঁহারা গৌড়, মাথুর, শকসেন, ভট্টনাগর, অম্বষ্ঠ, শ্রীবাস্তব্য, করণ ও উপকরণ নামে খ্যাত। এই ৮ জনের মধ্যে কর্ণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত, সেজন্য তিনি এই পৃথিবীতে শ্রীকর্ণ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার বংশে পঞ্চ জন মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। এই পঞ্চের নাম বাৎস্যগোত্রে অনাদিবর, সৌকালিন গোত্রে সোম, মৌদ্গল্য গোত্রে পুরুষোত্তম, বিশ্বামিত্র গোত্রে সুদর্শন ও কাশ্যপ গোত্রে দেব।

কায়স্থ কুলপ্রদীপে কায়স্থের বাসস্থান আট যায়গায় লিখিত আছে —

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
হস্তিনা দ্বারকাপুরী কায়স্থস্থানমষ্টকম্॥"

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ কুলপঞ্জিকায়—অযোধ্যা, মথুরা ও মায়াপুরী ভিন্ন অন্য স্থানের উল্লেখ নাই—

"সিংহঘোষাবযোধ্যায়াং দাসশ্চ মথুরাপুরাৎ।
মায়াপুরীং পরিত্যজ্য মিত্রদত্তৌ তথা যযুঃ॥"

পঞ্চাননের কারিকায় সিংহবংশের পূর্ব্ব পরিচয় এইরূপ দেওয়া হইয়াছে—

"নর্ম্মদাতীরে কর্ণালী নামে এক বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত, সূর্য্যোপাসক-সেবিত, মহৈশ্বর্য্যময় মনোহর পুরী আছে। সস্ত্রীক শ্রীকর্ণ সেই পুরীর অধীশ্বর ছিলেন। তিনি নিজ তনয়কে উক্ত পুরী প্রদান করিয়া ধর্ম্মরাজপুরে গমন করেন। তাঁহার বংশে বসুমতী সিংহ নামে নরেশ্বর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বংশধরগণ ক্রমে নানা দেশে গিয়া বাস করেন। কেহ কেহ অযোধ্যানিবাসী হইয়া কান্যকুব্জে আগমন করেন। (তন্মধ্যে) রাণা ভূপালের পুত্র

সিংহবংশের পূর্ব্ব পরিচয়।

রাণা গোপাল, তৎপুত্র বিখ্যাত মহাবলী অনাদিবর সিংহ। ইনি ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সদাশয়, মহাধনুর্দ্ধর, বীর, কুলশ্রেষ্ঠ, কুলাধিপ, রাজকার্য্য-পরিজ্ঞাতা ও সর্ব্ব কার্য্যবিশারদ ছিলেন।"[১]

পঞ্চানন সোম ঘোষের পরিচয় এইরূপ দিয়াছেন—

"চিত্রগুপ্তবংশে বিভানু উপকর্ণক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র ঘোষবংশীয় নৃপতি সূর্য্যধ্বজ। তিনি সূর্য্যদেবের প্রসাদে সূর্য্যাখ্য নগরে বাস করেন। তাঁহার বংশধরগণ ক্রমে নানা দেশে গমন করেন। কেহ চন্দ্রহাসগিরিতে গমন করিয়া চন্দ্রহাসগিরীশ্বর হইলেন। কেহ বা অযোধ্যা ও মধ্যপ্রদেশে গিয়া বাস করেন। উক্ত বংশীয় চন্দ্র হইতে সূর্য্যপদের জন্ম হয়। সূর্য্যপদের পুত্র শ্রীসোম ঘোষ, ইনি শ্রীকর্ণের কুলানুগামী।"[২]

ঘোষবংশের পূর্ব্ব পরিচয়।

কুলাচার্য্য পঞ্চাননের কারিকা হইতে আমরা অবগত হইতেছি যে শ্রীকর্ণ বাৎস্য সিংহ-বংশের আদিপুরুষ এবং নর্ম্মদাতীরে কর্ণালী নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার বংশধর-গণ 'রাণা' উপাধিলাভ করিয়াছিলেন। ঘোষবংশের পূর্ব্বপুরুষ সূর্য্যঘোষ সূর্য্যনগরে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার সন্তানগণের মধ্যে কেহ কেহ দাক্ষিণাত্যে চন্দ্রহাসগিরিতে রাজত্ব

---

(১) "নর্ম্মদায়াস্তীরে পুরীং কর্ণালীতি মনোহরম্।
মহৈশ্বর্য্যময়ং সৌরং বিশ্বকর্ম্মেণ নির্ম্মিতম্॥
তথা শ্রীকর্ণ সস্ত্রীকমভবৎ তৎপুরীশ্বরঃ।
তৎসুতেন পুরীং দত্বা ধর্ম্মরাজপুরং যযৌ॥
তদ্বংশজো বসুমতীসিংহাখ্যশ্চ নরেশ্বরঃ।
তদ্বংশজাঃ ক্রমেণৈব নানাদেশান্তরং গতাঃ॥
অযোধ্যাবসতিঃ কেচিৎ কান্যকুব্জসমাগতাঃ।
রাণাভূপালপুত্রশ্চ রাণাগোপালসংজ্ঞকঃ।
তস্যাত্মজোঽনাদিবরসিংহঃ খ্যাতো মহাবলী॥
ধার্ম্মিকঃ সত্যবাদী চ জিতেন্দ্রিয়ঃ সদাশয়ঃ।
মহাধনুর্দ্ধরো বীরঃ কুলশ্রেষ্ঠঃ কুলাধিপঃ॥
রাজকার্য্যপরিজ্ঞাতা সর্ব্বকার্য্যবিশারদঃ।" (পঞ্চানন শর্ম্মার কারিকা)

(২) "চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতো বিভানু উপকর্ণকঃ।
তস্যাত্মজঃ সূর্য্যধ্বজো ঘোষবংশমহীপতিঃ॥
সূর্য্যদেবপ্রসাদেন সূর্য্যাখ্যনগরং বসেৎ।
তদ্বংশজক্রমেণৈব নানাদেশান্তরং গতাঃ।
চন্দ্রহাসগিরৌ কেচিৎ চন্দ্রহাসগিরীশ্বরঃ।
মধ্যদেশাদযোধ্যায়াং চন্দ্রাৎ সূর্য্যপদোদ্ভবঃ॥
তদ্বংশজঃ শ্রীসোমঘোষঃ শ্রীকর্ণস্য কুলানুগঃ।" (পঞ্চাননের কারিকা)

করিয়াছিলেন, কেহ বা মধ্যপ্রদেশে বাস করিয়া অযোধ্যায় গমন করেন। নাগপুর যাদুঘরে রক্ষিত সূর্য্যঘোষের শিলালিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে তিনি খৃষ্টীয় ৭ম শতকে মধ্য-প্রদেশে রাজত্ব করিতেন।[৩] তাঁহার বংশধরগণ সোমবংশীয় কেশরীরাজগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া কেহ চন্দ্রহাসগিরিতে (মলয়পর্ব্বতে) গিয়া আধিপত্য করেন, কেহ মধ্য-প্রদেশে বাস করেন, কেহ বা মধ্যপ্রদেশ হইতে অযোধ্যায় আগমন করেন। সুতরাং কুলগ্রন্থ প্রমাণে আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, শ্রীকর্ণ ও সূর্য্যঘোষ উভয়েই কিছুকাল নর্ম্মদাতীরে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

উদ্ধৃত কারিকায় সূর্য্যঘোষের বংশধর সোমঘোষকে 'শ্রীকর্ণস্য কুলানুগঃ' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। শ্রীকর্ণের প্রভাব সম্ভবতঃ বহু বিস্তৃত হইয়াছিল। সালোটগির শিলালিপিতে 'কর্ণপুরীবিষয়' নাম পাওয়া যায়। নৌসরিতে প্রাপ্ত জয়ভটের তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, তাঁহার বংশের পূর্ব্বপুরুষ মহারাজ শ্রীকর্ণ হইতে ঐ বংশের খ্যাতি বিস্তৃত হয়। শ্রীকর্ণের উত্তরাধিকারী দদ্দ বলভীরাজকে শ্রীহর্ষের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন। এই তাম্রশাসন যে জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল, সেই স্থান 'কায়াবতার' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীকর্ণ-কুলজ মহারাজ জয়ভট কর্ত্তৃক কোরিল্লাপাটকান্তর্গত সমীপদ্রক গ্রাম ৪৫৩ চেদি-সংবতে ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হয়, ইহা উক্ত তাম্রশাসনে উল্লিখিত হইয়াছে। এই কোরিল্লাপাটকই নর্ম্মদার উত্তর কূলবর্ত্তী বর্ত্তমান কোরল এবং কুলগ্রন্থে ইহাই কর্ণালী বলিয়া পরিচিত হইয়াছে মনে হয়।

শ্রীকর্ণ-বংশ

শ্রীকর্ণের যশঃ ও বংশ বহু বিস্তার লাভ করিয়াছিল। তাঁহা হইতেই তাঁহার বংশধরগণ শ্রীকর্ণশ্রেণী নামে পরিচিত।[৪] শ্রীকর্ণগণের সহিত সূর্য্যঘোষের বংশীয়গণ সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া কুলগ্রন্থে সোমঘোষকে "শ্রীকর্ণস্য কুলানুগঃ" বলা হইয়াছে। ৭৩৮ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত নৌসরির তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, তাজিক (আরবীয়) আক্রমণে এখানকার গুর্জ্জরবংশের পতন হয়। তখন শ্রীকর্ণগণ নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়েন। শ্রীকর্ণ ও সূর্য্যঘোষের বংশধরগণ কুলগ্রন্থে সৌর বা সূর্য্যভক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছেন। জিনসেনের হরিবংশ হইতে জানা যায় যে ৭০৫ শকে (৭৮৩ খৃঃ অব্দে) সৌর্য্যগণের অধিরাজ বীরবরাহ পশ্চিমভারতে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শ্রীকর্ণ ও সূর্য্যঘোষ এবং তদ্বংশধরগণ যে স্থানে রাজত্ব করিতেন তাহা খৃষ্টীয় ৮ম শতক হইতে রাষ্ট্রকূট-নৃপতিগণের অধিকারে আসে। রাষ্ট্রকূটরাজ কৃষ্ণ অকালবর্ষ ৭৯৭ শকাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। তিনি উত্তরভারত জয় করিয়াছিলেন। জিনসেনের সমসাময়িক

(৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্যকাণ্ড, ৭৪ পৃষ্ঠায় সূর্য্যঘোষের শিলাফলক ও বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(৪) মিথিলার কুলপঞ্জীতে শ্রেষ্ঠ মৈথিল কায়স্থগণ 'শ্রীকর্ণবংশ' বলিয়া খ্যাত।

আদিপুরাণে লিখিত আছে যে, অকালবর্ষের অত্যুচ্চ গজরাজির মদস্রোতে গঙ্গাবারি কলঙ্কিত হইয়াছিল।(৫) গাঙ্গ্যপ্রদেশ-জয়কালে অকালবর্ষের সমভিব্যহারে সিংহ ও ঘোষবংশীয় সামন্ত-গণও সম্ভবতঃ আসিয়াছিলেন। কুলগ্রন্থে অনাদিবরের আদিপুরুষগণের রাণা উপাধি দৃষ্ট হয়।

কান্যকুব্জে আদিবরাহ বা আদিশূর

সিংহ ও ঘোষের কান্যকুব্জে আগমনকালে গুর্জ্জর-বংশাবতংস 'আদিবরাহ' উপাধিধারী ভোজদেব কান্যকুব্জের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কুলগ্রন্থে কিন্তু ইঁহাকেও আদিশূর বলা হইয়াছে। 'আদিবরাহ'ই বহু পরবর্ত্তী সময়ে অথবা লিপিকর প্রমাদবশতঃ উত্তররাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে 'আদিশূর' নামে লিপিবদ্ধ হইয়াছেন।[৬]

উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় এইরূপ সংস্কৃত কারিকা পাওয়া যায়—

"কান্যকুব্জপ্রদেশেশ আদিশূরো মহামতিঃ।
প্রাপয়ামাস পথিকান্ মাধবাদি-সুশীলকান্॥
ক্রতৌ দেয়ং সংপ্রদাতুং সাগ্নীনাং স্থানমুত্তমম্।
ততশ্চ পথিকাঃ সর্ব্বে তানাহুর্হৃদি স্থিতং॥
ততশ্চ পঞ্চভির্ভৃত্যৈঃ পথিকৈশ্চ দ্বিজাতয়ঃ।
আদিশূরসমীপং বৈ আগচ্ছন্তি চ তাপসাঃ॥
বাৎস্যগোত্রোঽনাদিবরঃ সোমঃ সৌকালিনেন চ।
পুরুষোত্তমো মৌদ্‌গল্যো বিশ্বামিত্রঃ সুদর্শনঃ॥
কাশ্যপোঽদেবনাম্না চ ইতি তে কথিতং মুদা।
ততোঽনাদিবরঃ সোমঽযোধ্যায়ামুবাস চ॥
পুরুষোত্তম উষিত্বা বৈ মথুরাঞ্চ সদা সুখী।
ততঃ সুদর্শনদেবো মায়াপূর্য্যাং তদাবসৎ॥"

কান্যকুব্জপ্রদেশের অধিপতি হইতেছেন আদিশূর মহামতি। মাধবাদি সুশীল ও পথিকগণ তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞোপলক্ষে সাগ্নিকগণকে উত্তম স্থান দিবার কল্পনা করেন। পথিকগণও তাঁহাকে আহ্বান করিয়া মনোমত কথা বলিয়া-ছিলেন। সেই দ্বিজাতি পথিকগণ ও তাপসগণ পঞ্চভৃত্যসহ আদিশূরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।[৬] (এই পঞ্চ পথিকের নাম) বাৎস্য গোত্র অনাদিবর, সৌকালিন সোম, মৌদ্গল্য পুরুষোত্তম, বিশ্বামিত্র সুদর্শন ও কাশ্যপ দেব। অনাদিবর ও সোম অযোধ্যায় বাস

(৫) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৬) আধুনিক কুলকারিকায় উক্ত বচনানুসারে লিখিত হইয়াছে—

"বিপ্র পঞ্চ করণ পঞ্চ ভৃত্য পঞ্চ জন।
ত্রিপঞ্চকে সমাগত আদিশূরের ভবন।"

কিন্তু সংস্কৃত শ্লোকে যেন কান্যকুব্জের কথাই লিখিত হইয়াছে।

করিতেন। পুরুষোত্তম মথুরায় এবং সুদর্শন ও দেব মায়াপুরীতে থাকিতেন। বলাবাহুল্য, আদিবরাহ ও সংস্কৃত কুলকারিকার আদিশূর অভিন্ন ব্যক্তি হইতেছেন।

কুলাচার্য্য পঞ্চাননের কারিকায় লিখিত আছে—৮০৪ শকে ফাল্গুন মাসে পঞ্চগোত্রের পঞ্চ কায়স্থ রাঢ়ে আদিত্যশূরের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।[৭] বাৎস্য, সৌকালীন, মৌদ্গল্য, কাশ্যপ ও বিশ্বামিত্র যথাক্রমে এই পঞ্চগোত্রে অনাদিবর সিংহ, সোমঘোষ, পুরুষোত্তম দাস, দেবদত্ত এবং সুদর্শন মিত্র এই পঞ্চজন হইতেছেন। সিংহ ও ঘোষ অযোধ্যা-নিবাসী, দাস মথুরানিবাসী; এই তিনজন কোলাঞ্চ হইতে রাঢ়ে আগমন করেন। দত্ত ও মিত্র মায়াপুরীনিবাসী, তাঁহারাও তথা হইতেই অর্থাৎ কোলাঞ্চ হইতেই এদেশে আগমন করেন। সুতরাং পঞ্চাননের কারিকা অনুসারে পঞ্চ গোত্রের পাঁচ জনই কোলাঞ্চ হইতে রাঢ়ে আগমন করেন।

এই কোলাঞ্চ কোথায়? আমরা রাজন্যকাণ্ডে কোলাঞ্চ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি ঐ স্থান কর্ণাটকপ্রদেশের অংশ।[৮] অধিক সম্ভবতঃ সিংহ ও ঘোষ-বংশ কিছুকাল অযোধ্যায়, দাস বংশ মথুরায়, দত্ত ও মিত্র বংশ মায়াপুরীতে বাস করিতেন। কনোজপতি আদিবরাহের সভায় যে সময়ে মাধবাদি তাপসগণ উপস্থিত হন, কার্য্যবশতঃ উক্ত পঞ্চ কায়স্থবংশও তৎকালে কান্যকুব্জে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যান্বেষণে উক্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ রাষ্ট্রকূট বা চালুক্যাধিকারে কিছুকাল কর্ণাটকপ্রদেশে আশ্রয় লইয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূটপতি কৃষ্ণ অকাল-বর্ষের সময়েই উত্তররাঢ়ে আদিত্যশূরের অভ্যুদয়। এই সময়েই উক্ত পঞ্চ কায়স্থ আদিত্য-শূরের রাজধানী সিংহেশ্বরে আগমন করেন।

কোলাঞ্চের অবস্থান

মহারাজ আদিত্যশূর

শ্যামদাসের 'ডাকে' আদিত্যশূর সম্বন্ধে এইরূপ পরিচয় আছে।

"রাঢ়দেশে মহারাজা আদিত্যশূর নাম। বঙ্গের সমীপে বাস সিংহেশ্বর ধাম॥
আদর করিয়া আনে ঋষি পঞ্চজন। সেই সঙ্গে পঞ্চ গোত্র করিল গমন॥"

---

(৭) "বেদোত্তরাষ্টশকাব্দে শাকে কুম্ভস্থভাস্করে।
বাৎস্যঃ সৌকালীনশ্চৈব তথা মৌদ্গল্য এব চ॥
কাশ্যপবিশ্বামিত্রৌ চ পঞ্চগোত্রক্রমেণ বৈ।
অনাদিবরসিংহশ্চ সোমঘোষশ্চ সুধীরঃ॥
পুরুষোত্তমদাসশ্চ দেবদত্তো মহামতিঃ।
সুধীরাগ্রগণ্যশ্চ মিত্রকুলে সুদর্শনঃ॥
অযোধ্যানিবাসী সিংহো ঘোষশ্চৈব তথা পুনঃ।
মথুরানিবাসী দাসঃ কোলাঞ্চাদ্রাঢ়মাগতঃ॥
মায়াপুরীনিবাসিনৌ দত্তমিত্রৌ তথাগতৌ॥" (কুলাচার্য্য পঞ্চানন)

(৮) রাজন্যকাণ্ড, ১৩০—১৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

উদ্ধৃত বচন হইতে সিংহেশ্বরে আদিত্যশূরের রাজধানী ছিল, জানা যায়। এই সিংহেশ্বর কোথায়? বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায় নসীপুরের ১৷৷০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে ভাগীরথী হইতে ১ মাইলের কিছু অধিক দূরে "সিঙ্গা" নামে এক প্রাচীন গ্রাম দৃষ্ট হয়। ইহার অবস্থিতি অক্ষরেখার ২১°২৪´৩০´´ উত্তরে এবং দ্রাঘিমার ৮৮°১৪´৪৫´´ পূর্ব্বে। ভাগীরথীর খরপ্রবাহে এবং মুসলমানদের অত্যাচারে সিঙ্গার পুরাতন কীর্ত্তিসমূহ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই গ্রাম হইতে ২ ক্রোশ দক্ষিণে 'শূরুই' নামে গ্রাম অবস্থিত। এই 'শূরুই' 'শূরপুরীর' অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। সিঙ্গা ও শূরুই গ্রামের অন্তর্বর্ত্তী স্থানেই প্রাচীন সিংহেশ্বর রাজধানী ছিল অনুমান হয়। ভাগীরথীর অপর পারে ৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত 'সিঙ্গা' গ্রাম সম্ভবতঃ 'সিংহেশ্বরীপুরী' নামের অপভ্রংশ। আদিত্যশূরের পৌত্র অনুশূর পালরাজাক্রমণে হটিয়া গিয়া ভাগীরথীর অপর পারে এই সিঙ্গীতে খুব সম্ভবতঃ শিবির সন্নিবেশ করিয়া কিছুদিন অবস্থান করেন এবং সেই সময়ে এই স্থান 'সিংহেশ্বরীপুরী' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া থাকিবে। এই সিঙ্গার দক্ষিণপূর্ব্বদিকে ১ ক্রোশের মধ্যে 'অনুপুর' গ্রাম রাজা অনুশূরের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। অনুশূর এখানে যে সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন তাহা আজ পর্য্যন্ত অনুপুরের নিকটে "রমণা" দীঘি বলিয়া বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। এরূপ বৃহৎ দীঘিকা মুর্শিদাবাদ জেলায় আর দৃষ্ট হয় না। ভাগীরথীর ৩ মাইল পশ্চিমে এবং অনুপুরের ২ মাইল উত্তরপূর্ব্বে 'বিজয়পুর' গ্রাম অদ্যাবধি মহাপরাক্রমশালী গৌড়বিজয়ী বিজয়সেনের নাম ঘোষণা করিতেছে।

সিংহেশ্বর

আদিত্যশূরের সময় পঞ্চজনের আগমনকথা ও রাজসম্মানলাভের কথা উত্তররাঢ়ীয় সকল কুলগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইল।

পঞ্চানন দেবশর্ম্মবিরচিত উত্তররাঢ়ীয় কুলকারিকায় লিখিত আছে—

অনাদিবর সিংহের অধিকার

"আদিত্যশূরনৃপেন্দ্রঃ হৃষ্টান্তঃকরণঃ শুচিঃ।
অনাদিবরসিংহায় দদ্যাৎ ভূমিমখণ্ডিতাম্॥
সিংহেন্দ্রে সিংহপুরাদৌ গঙ্গায়াঃ কূলপশ্চিমে।
চতুঃশতান্ গ্রামাধীশকণ্টকনগরাবধি॥
এতন্মণ্ডলয়োর্মধ্যে সামন্তরাজ উচ্যতে।
দ্বিসহস্রস্বর্ণমুদ্রাং রাজকোষে প্রযচ্ছতে॥
পুত্রপৌত্রাদিকান্ ভোগানাচর ত্বং মদাজ্ঞয়া।
এবংবিধং স্বজাতীনাং রাজ্যং সামন্তমুৎসৃজেৎ॥
সিংহোঽনাদিবরঃ সুপত্নীসহিতঃ পুত্রস্তু সূর্য্যোবরঃ।
বধ্বস্তে হরিণী-দৃশোঽথ সুখদা বিশ্বরূপস্তু পৌত্রঃ॥
এতান্ সঙ্গনৃপাজ্ঞয়া ভগবতীভাগীরথীসন্নিধৌ।
ধ্যেয়ঃ সিংহপুরেনাম রটয়ন্ তত্রৈব হর্ষং বসেৎ॥

তত্রৈব বাসভবনং কুর্য্যান্ন্ পানুকম্পয়া।
বিষ্ণুমন্দিরং কৃতবান্ তত্রৈব শিবমন্দিরম্ ॥
লক্ষ্মীনারায়ণশিলা সিংহেশ্বরমহেশ্বরঃ।
স্থাপয়াম মার্গশীর্ষে গুরুদেবপ্রসাদতঃ ॥
এবংবিধপ্রকারেণ সিংহপুরগৃহাগমঃ।
সরোবরস্থানে স্থানে স্থাপয়াতিথিশালকঃ ॥”

নৃপেন্দ্র আদিত্যশূর পবিত্র হৃদয়ে হৃষ্টান্তঃকরণে সিংহশ্রেষ্ঠ অনাদিবরকে গঙ্গার পশ্চিম-কূলে সিংহপুর হইতে আরম্ভ করিয়া কণ্টকনগর পর্য্যন্ত ৪০০ গ্রাম দান করিয়া সামন্ত-রাজরূপে পরিচিত করিয়াছিলেন। ‘দ্বিসহস্র স্বর্ণমুদ্রা রাজকোষে দিয়া পুত্রপৌত্রাদি-ক্রমে আমার আজ্ঞায় ভোগ করিবে,’ এরূপ রাজাদেশে স্বজাতিগণের মধ্যে সামন্ত রাজ্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন। অনাদিবর সিংহ সুখদা হরিণী সদৃশ নয়ন-যুক্তা সুপত্নী, পুত্র সূর্য্যবর এবং পৌত্র বিশ্বরূপ সহ সিংহপুরে আসিয়া সহর্ষে বাস করিয়া-ছিলেন। রাজাজ্ঞায় এখানে তিনি বাসভবন, বিষ্ণুমন্দির ও শিবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া মার্গশীর্ষে গুরুদেবের প্রসাদে লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা এবং সিংহেশ্বর নামে মহাদেব প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন। এইরূপে সিংহপুরে আসিয়া স্থানে স্থানে সরোবর ও অতিথিশালা স্থাপন করিয়া-ছিলেন।

কান্দী-রাজবাটীর সিংহবংশ-কারিকায় এইরূপ বিস্তৃত-বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে—

“দুইশত ত্রিনবতী সালের অগ্রহায়ণে। রাণা অনাদিবরসিংহ সামন্তরাজনে ॥
গঙ্গার পশ্চিম তটে নাম সিংহপুর। সামন্তরাজ কৈলা আদিত্য ভূশূর ॥
বলভদ্র রাজমন্ত্রী সঙ্গেতে আসিলা। নাগরা বাজাইয়া সিংহে রাজ্যে বসাইলা ॥
আগে রাজাদেশে গৃহাদি বানাইয়া। পশ্চাৎ পাঠায় সিংহে সামন্ত করিয়া ॥
সিংহপুরে আসি সিংহ স্ত্রীপুত্র লইয়া। গৃহপ্রবেশ করিল হরষিত হইয়া ॥
সিংহেশ্বর নামে শিব প্রতিষ্ঠা করিলা। গৌড় হৈতে বিপ্রগণে আনাইলা ॥
সবে মিলি শিবলিঙ্গ শালগ্রাম শিলা। যথাযোগ্য ক্রিয়া করি তথা বসাইলা ॥
সরাংসি প্রতিষ্ঠা কৈল মন্দির সংস্কার। সবে মিলি সেই করিলা উদ্ধার ॥
ব্রাহ্মণভোজন আদি স্বজাতিভোজন। গ্রামবাসী সৎকার কৈলা জনে জন ॥
সর্ব্বশেষে যতেক স্বগণ লইয়া। মন্ত্রীসহ ভুঞ্জে সিংহ হরষিত হৈয়া ॥
তৎপর মন্ত্রীবর ডিহি ডিহি যথা। সমস্ত ঘোষণা কৈল বুলে তথা তথা ॥
মহারাজ শ্রীযুত আদিত্য মহীপতি। সিংহে চারিশত গ্রামের করিলা ভূপতি ॥
এবে সবে রাজতুল্য মান্য করিবা। সিংহেশ্বরাধিপের আজ্ঞা পালিবা ॥
মহারাজের সমস্ত ক্ষমতা উহে দিলু। এবে মহারাজ মম সিংহভূপ ভৈলু ॥
যাহার যে কর আছে তাহা সবে দিবা। বিনাপত্তে সিংহভূপের আজ্ঞায় চলিবা ॥

সপ্তযোজন দীর্ঘ রাজ্য সুবিস্তার। গোকর্ণ রাজার ছিল পূর্ব্বে অধিকার ॥
বিংশতি খণ্ডেতে ডিহি এক হয়। বিংশতি ডিহিতে এক মণ্ডল নিশ্চয় ॥
সপ্ত মণ্ডল ছিল কর্ণ নৃপতির। তথি মধ্যে দিল এক মণ্ডল নরবর ॥
কর্ণ রাজার এক মণ্ডল কৈলেন দান। ইহার রাজস্ব দুই সহস্র মুদ্রা জান ॥
পুত্র পৌত্রাদিক ভোগ অনুমতি দিল। সকল বিচার এবে ভার সমর্পিল ॥
ডিহি সিংহপুর ডিহি জৈনেশ্বর। জৈনেশ্বরে আছে পার্শ্বনাথ মনোহর ॥
মহামরকত মণিতে গঠিত কলেবর। সকল জৈনের তিহো হয়েন ঈশ্বর ॥
ভারতে এরূপ মূর্ত্তি আর কোথা নাই। জৈন মহাতীর্থ বুলে শুনিবারে পাই ॥
উহাঁন দেবোত্তর যাহা আছে পূর্ব্বাপর। তাহাতে হস্তক্ষেপ বা না লইবেন কর ॥
ডিহি কিরীটেশ্বরী মধ্যে কিরীটেশ্বরী গ্রাম। মহাপীঠ হয় সেই মহামায়ার ধাম ॥
তথি মধ্যে মহামায়ার দেবোত্তর ভূমি। তাহে হস্তক্ষেপ না করিবেন ভূস্বামী ॥
যৈছে সেবা ভালরূপ চলে তা দেখিবে। পাণ্ডাগণের প্রতি সদা সুদৃষ্টি রাখিবে ॥
অতিথি সৎকার যৈছে চলে ভালরূপ। তৈছে দৃষ্টি থাকে যেন সিংহপুরভূপ ॥
ডিহি গোকর্ণ মধ্যে নরসিংহ দেব। গোকর্ণেশ্বর এক আছেন মহাদেব ॥
উহাদের সেবা প্রতি সুদৃষ্টি রাখিবে। যৈছে ভাল সেবা হয় তৈছে আচরিবে ॥
বিশেষ সতর্ক করি হে মহামতি। নরসিংহের সেবা হয় পরিপাটী অতি ॥
গোবংশ ধ্বংস হয় দুগ্ধে জলের মিশ্রণে। গোপগণে সতর্ক করিবেন জনে জনে ॥
প্রসাদ পায়স ভোগ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে। আগন্তুক জনগণে মহাপ্রসাদ পাইবে ॥
নরসিংহের দেবোত্তর আছে রাজদত্ত। ভাল সেবা চলিলে হইবে মহত্ত্ব ॥
সর্ব্বদা কর্ম্মচারিগণে দিবেন উপদেশ। মহারাজা কহেছেন বুলিতে বিশেষ ॥
ডিহি জগন্নাথপুরে জগন্নাথসেবা। বাল্যভোগ ছত্রভোগ বৈকালী দিবা ॥
রাত্রে দুগ্ধ চিড়া ভোগ হয় বারমাস। অতিথি সজ্জন বিপ্র না হন নৈরাশ ॥
যে আসিবে তা সকলে পরিতৃপ্ত মত। প্রসাদ সেবন যেন হয় বিধিমত ॥
ভালরূপ কর্ম্মচারী দেখে বারমাস। সেহ প্রসাদ পাইবে না হইবে নৈরাশ ॥
ডিহি রাঙ্গামাটী চাঁদপাড়া নগর। কর্ণেশ্বর কর্ণেশ্বরী আছেন ঠাকুর ॥
সদাব্রত আছে তথি গোকর্ণ রাজার। অদ্যাপি চলিতে কীর্ত্তি মনোহয় ॥
বহু দেবোত্তর আছে তৈছে সব চলে। সর্ব্বদা সেবার প্রতি দৃষ্টি থাকে ভালে।
দেবভূমির কর না হয় গ্রহন। এ সকল কথা নৃপতির অনুমোদন ॥
চর কাঁঠালিয়া ঐ ডিহির মধ্যেতে। জাহ্নবী কাঁঠাল খাইল যে স্থানেতে ॥
গঙ্গাদেবীর ভোগ আছে বারমাস। গঙ্গাজলী নামে ভূমি একশত চব্বিশ ॥
সপ্তশতী বিপ্র তাঁহার সেবাইত। তাহে কর ধার্য্য না হয় অভিমত ॥
চুমরিগাছাদি সাটুই কামনগর। রাঙ্গামাটী চাঁদপাড়া ডিহির ভিতর ॥

ইহামধ্যে দেবোত্তর যেখানে যা আছয়। কর নাহি লইবেন কহিনু নিশ্চয় ॥
তাহার পশ্চিম বিল দৈর্ঘ্য দ্বিযোজন। নদী দুধারে বহু হিজলের বন ॥
তেঞি তারে হিজল বুলয়ে সকলে। ডিহি আমলাই ঐ হিজল উপরে ॥
রাজার শক্তিপুর ডিহি গঙ্গাধারে। কপিলেশ্বর দেব আছেন তথারে ॥
তৎপর ডিহি কণ্টকনগর। ইত মধ্যে দেবভূমির না লইবে কর ॥
ডিহি আলুগ্রাম আর ডিহি ভরতপুর। ডিহি সাঙ্গীপুর জঙ্গলকান্দা নদীর উপর।
কল্যাণপুর তিলিপাড়া সাঙ্গীপুরের ভিতর ॥
বিস্তীর্ণ জঙ্গলভূমি জম্বুবৃক্ষপুঞ্জ। স্থানে স্থানে বিল খাল রক্ত শ্বেতগুঞ্জ ॥
বিংশতি গ্রাম সাঙ্গীপুরের ভিতর। স্বল্পলোক বাস তাহে পশুর আধার ॥
গোলাহাট ডিহিগঞ্জ সুরম্য নগরী। যাহা চাঁদসদাগরের ব্যবসানগরী ॥
জয়াদেবী নামে এক দেবী আরাধয়। মনসা দেবীর সহ বিবাদ করয় ॥
তিন্তিড়ী বৃক্ষের মূলে দেবীর দেউল। বহু বণিক্ পূজে দেবীকে মানে বণিক্কুল ॥
সেই চাঁদসদাগর রাজার সমীপে। দেবীপূজা লাগি ভূমি মাঙ্গে ভূপে ॥
একশত ষাটি বিঘা দেবীর কারণ। ভূসম্পত্তি মহারাজ করিলেন দান ॥
সে ভূমির কর না লইবেন আপনি। ডিহির অন্তর্গত বিংশতি গ্রাম গণি ॥
নবদুর্গা রাঙ্গাবালী করলা যস্তুরী। চৌকী কাটনাদি উহাঁনি ভিতরি ॥
মুনিডিহি কান্দরা মালিহট্ট করুণা। সালিন্দা শালগ্রামপুরী সিজু বরুণা ॥
সাল্ব সুণ্টি শ্রীপতি ডিহির ভিতর। ডিহি শ্রীহট্ট ডিহি গোপালনগর ॥
বিংশতি ডিহিতে গ্রাম চারিশত। রাজ্য কর প্রজা পালি দুঞে হরষিত ॥
সোমঘোষ সামন্ত রাজার নিকট জয়যানে। রাজ্য অভিষেক লাগি চলিলাম আপনে ॥
দুইজনে বহু স্তুতি নতি দুহে করে। বিদায় গ্রহণে মন্ত্রী উঠে গজোপরে ॥
হেথা রাণা সামন্তরাজ সিংহভূপ। সিংহপুরে রাজা হঞে করিল প্রতাপ ॥
বিংশতি ডিহিতে রাণা লোক পাঠাইঞা। বোলায় প্রধান প্রজা ডিহিতে যাইঞা ॥
ক্রমে সকল গ্রামের প্রজা যে প্রধান। গ্রাম গ্রামের প্রজা সহ করয়ে গমন ॥
চারিশত গ্রামের যত প্রধান প্রধান। মণ্ডল পাইক পাটয়ারী সীমান দারান ॥
সবে চলে হরষিতে রাজসন্নিধানে। যার যেবা সাধ্য ভেট লইয়া জনে জনে ॥
মহাসমারোহ হইল সিংহপুরধাম। সিংহাসনে বৈসে সিংহ সামন্তপ্রধান ॥
বসিলেন পুত্রসহ রাজা অনাদিবরে। জনে জনে স্বর্ণরৌপ্য মুদ্রা ভেট করে ॥
প্রণমিয়া সেই সবে রাজার গোচরে। দুগ্ধ দধি ভারে ভারে কুণ্ডি পূর্ণ গুড়ে ॥
বার্ত্তাকু কুষ্মাণ্ড ইক্ষু কচু ভারে ভার। কাঁঠাল পটল শাক বিবিধ প্রকার ॥
রাজাঙ্গন পূর্ণ হইল সর্ব্বস্থল। বসিবারে অনুমতি কৈল মহাবল ॥
রাজার বাক্যেতে সবে হরষিত ভেল। গঙ্গাস্নান করি সবে ভোজন করিল ॥

প্রজাগণ বড় সুখী রাজব্যবহারে। রাজার স্বভাবে সবে হরিষ অন্তরে॥
সবে বলে আমাদের কেবল ভাগ্যফলে। এরূপ দয়াল রাজা মহাভাগ্যে মিলে॥
পাটয়ারি স্থানে জ্ঞাত ভূমির পরিমাণ। রাজস্ব সমষ্টি জানিলেন রাজন॥
সকল প্রজাকে রাজা সম্মান করিঞা। যথাযোগ্য পাত্রে দান দেন বিচারিঞা॥
যে যে গ্রামেতে যে যে দেবতা আছে। ভোগ প্রণালী সর্ব্ব প্রজাগণ দেছে॥
জীবহিংসা নাহি রাজার শুনি জৈনগণ। বহু উপঢৌকন লয়ে গেল রাজস্থান॥
সকলের সসম্মানে যথাযোগ্যতায়। সমাদরে বসাইল নিজের সভায়॥
সকলের সৎকার করিল জনে জনে। বিদায় করিল সবে দিল বিচিত্র বসনে॥
লবঙ্গ মিছরি নানা মসলা তাম্বুল। বিদায়কালেতে দেন যত জৈনকুল॥
পার্শ্বনাথের প্রণামী ভোগ দ্রব্য আর্দি। সমাদরে দিলা রাণা সিংহ অনাদি॥
হেথা গোকর্ণে আসিয়া মন্ত্রী স্নান করি। নৃসিংহদেবে প্রণমিয়া প্রসাদ গ্রহণ করি॥
সন্ধ্যাকালে উঠে মন্ত্রী গজের উপর। এ রাজ্যের রাজা সিংহ রাণা অনাদিবর।
মহারাজ তুল্য মান্য করিহ সকলে। প্রজাগণে বলি মন্ত্রী হস্তিপৃষ্ঠে চলে॥"

পঞ্চানন শর্ম্মার উক্ত কুলকারিকায় সোমঘোষ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

সোমঘোষের অধিকার

"তদ্বংশজঃ সোমঘোষঃ শ্রীকর্ণস্থ কুলানুগঃ।
পুত্রস্তে অরবিন্দাখ্যঃ পৌত্রাণাং দ্বয়মেব চ॥
আদিত্যশূর-নৃবরৈঃ দত্বাত্তে বাসমুত্তমম্।
জয়যানঃ গ্রায়নাম বাসার্থেন দদৌ নৃপঃ॥
ততশ্চতুর্দ্দিক্ষু গ্রামং সপ্তবিংশশতানি চ।
সামন্তরাজরূপেণ একচক্রাবধিং দদৌ॥
পঞ্চদশসহস্রাণাং স্বর্ণমুদ্রাং প্রযচ্ছতে।
পুত্রপৌত্রাদিভোগেন মমাজ্ঞয়া অধীশ্বরঃ॥
দানপত্রং সুসংপ্রাপ্তং যযৌ তে জয়যানকে।
তথা বাসগৃহাদীংশ্চ শিবসৌধস্থ স্থাপনম্॥
সোমেশ্বর-নামধেয়ং শিবলিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতম্।
স্থাপয়ামাস দেবীং চ নাম্না তাং সর্ব্বমঙ্গলাং॥
রাজা সোমঘোষস্তত্র পরিখাকৃতবেষ্টিতে।
প্রজাদিপালনে দানে রতঃ সর্ব্বসুমঙ্গলম্॥
তৎপুত্র অরবিন্দাখ্যে দত্বা রাজ্যং সুবিস্তৃতম্।
গঙ্গাবাসে তনুত্যাগং সোমপাড়াং কিয়দ্বসেৎ॥"

তাঁহার অর্থাৎ সূর্য্যঘোষের বংশীয় হইতেছেন সোমঘোষ, তিনি শ্রীকর্ণের কুলানুগামী ছিলেন। তাঁহার অরবিন্দ নামে এক পুত্র এবং (মহানন্দ ও মকরন্দ নামে) দুই পৌত্র।

মহারাজ আদিত্যশূর তাঁহাদের বাসের জন্য উত্তম স্থান দান করিয়াছিলেন। সেই বাসভূমির নাম জয়যান। সোম তাহার চারিদিকে একচক্রা পর্য্যন্ত ১২৭ খানি গ্রামের সামন্তরাজরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 'তজ্জন্য ১৫ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিতে হইবে এবং আমার আজ্ঞায় পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিতে পারিবে' এরূপ উপযুক্ত দানপত্র পাইয়া তিনি জয়যানে আসিয়াছিলেন। এখানে উপযুক্ত বাসগৃহ, শিবমন্দির, সোমেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ এবং সর্ব্বমঙ্গলা নামে দেবী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রাজা সোমঘোষ জয়যানের চারিদিকে পরিখাবেষ্টিত করিয়া প্রজাপালনে, দানে ও সর্ব্বপ্রকার সুমঙ্গল কার্য্যে রত ছিলেন। তিনি প্রিয় পুত্র অরবিন্দকে সুবিস্তৃত রাজ্য দান করিয়া কিছুকাল গঙ্গাতীরে বাস করিয়া তনুত্যাগ করেন, ঐ স্থান সোমপাড়া নামে খ্যাত।

কান্দি-রাজবাটীর সিংহবংশকারিকায় সোমঘোষ সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"পর দিন রাজমন্ত্রি জয়যান পঁহুছিল। মন্ত্রীর শুভাগমনে সোম হরষিত ভেল॥
দুইজনে পরস্পর স্তুতি নতি করি। বসিলেন দুঁহু জনে একাসনোপরি॥
সদালাপে কিছুকাল অতীত হইল। স্নানাহার করি মন্ত্রী কহিতে লাগিল॥
মহারাজের আদেশেতে হেথায় আইল। রাজ্যার্পণ করিবার মোরে আদেশিল॥
পূর্ব্বে বাসগৃহাদি নির্ম্মাণ করিঞা। স্ত্রীপুত্রাদি সহ শাণ্ডিল্য মুনিরে পাঠাঞা॥
গৃহ প্রবেশ কার্য্য সম্পন্ন হঞেছে। স্বপ্নবার্ত্তা সর্ব্বমঙ্গলা দেবী যে কহেছে॥
দেবকুণ্ড নামে এক কুণ্ড পূর্ব্বে ছিল। মৃত্তিকাচ্ছাদিত দেবী তহি মধ্যে ছিল॥
যতনে খুদিনু উদ্ধারিনু এই দেবী। দেখান মন্ত্রীরে সোমঘোষ কুলরবি॥
দেবীর মন্দির আর শিবের মন্দির। আরম্ভ করিনু শীঘ্র লেগেছে ভাস্কর॥
প্রতিষ্ঠা কালেতে বিপ্রগণেরে লইঞা। সমাধা করিতে হবে এখানে আসিঞা॥
শুনি হরষিত মন্ত্রী আসিব বুলিল। রাজ্যার্পণ কার্য্য তবে আরম্ভ করিল॥
ডিহি ডিহি প্রচারিতে নাগরা বাজাঞে। প্রজাবর্গে ডাকাইঞে বুলে ডঙ্কা দিঞে॥
আজ হৈতে সামন্তরাজা সোমঘোষ হৈলা। উঁহানে দিবাতো কর মহারাজ আজ্ঞা কৈলা॥
তাঁহার তুল্য সবে মিলি রাজমান্য কোরো। সকল বিচার এবে উঁহারি গোচরো।
যে আজ্ঞা করিবে রাজা তাহাই পালিবা। যাহার যে কথা থাকে প্রকাশ করিবা॥
জয়যান ডিহিতে যাহা দেবোত্তর প্রচলিত। না হইবে কর ধার্য্য সে ভূমি তরিত॥
ধান্য চাউল মুদ্রা আদি যাহার যে কর। বিনাপত্তে দিবা সবে এই রাজার গোচর॥
বিবাদ বিসম্বাদ লাগি গৌড়ে নাহি যাবা। মহারাজ তুল্য এবে এ ভূপে মানিবা॥
ডিহি পঞ্চতপী ডিহি হস্তিনাপুর। ডিহি কীর্ণাহার ডিহি বরুঞা নগর॥
ডিহি ষষ্ঠীতরা ডিহি তুর্য্যগ্রাম। ডিহি মুনিকান্দরা ডিহি ঘোষগ্রাম॥
ঘোষগ্রামে লক্ষ্মীদেবী বিরাজয়। বহু দেবোত্তর ভূমি আছয়ে উঁহায়॥
পায়সান্ন ভোগ হয় বার মাস। অতিথি ব্রাহ্মণসেবার লইবেন তল্লাস॥

ডিহি একচক্রা আছে আটাইস গ্রাম। মৌড়েশ্বরে শিব তারাপুরে তারাধাম॥
দ্বাপদ্মগঙ্গা নামে এক নদীর উপর। শাল্মলী বৃক্ষ সিদ্ধস্থান মনোহর॥
উহা সেবার দেবোত্তর আছে যত ভূমি। তার কর কদাচিৎ না লইবেন আপনি॥
মল্লারট্ট নামে গ্রাম ঐ ডিহির অধীন। মহারাজের রাজগুরু তহি অধিষ্ঠান॥
বহু গ্রাম নিষ্কর দিয়াছেন মহারাজ। মহাসম্মানী তিঁহ বিখ্যাত সমাজ॥
অষ্টখানি গ্রাম এ ডিহির মধ্যেতে। পৃথক্ করিয়া দিব আমি যথা মতে॥
ঐ অষ্টখানি গ্রাম পূর্ব্বে করিয়াছেন দান। ভুলক্রমে তব দানপত্রে উঠেছে রাজন॥
আর আটখানি গ্রাম আপনি পাইব। আমি গিয়া মহারাজে সব নিবেদিব॥
দুই শত আটাইস গ্রাম পূষাইয়া দিব। সে ভার রহিল আমি সমাধা করিব॥
আপনিহ রাজগুরু মহাসম্মানী বড়। বুঝিয়ে করিছো কাজ কহিলাম দড়॥
তাঁহার অনুমতি লইবেন সতত। তৎকৃপায় আপনি হইবেন যে বিখ্যাত॥
সর্ব্ব কথা বুলি রাজে বিদায় মাগিল। পরস্পরে পরস্পর স্তুতি নতি আচরিল॥
বহড়ান দত্তবাটী হৈয়া মেহগ্রাম সবে। তথা হৈতে অতি শীঘ্র গৌড়ে পঁহুছিবে॥"

কুলগ্রন্থে অনাদিবর সিংহ ও সোমঘোষের যেরূপ পরিচয় পাইতেছি, অপর তিন জনের সেরূপ পাইতেছি না। এরূপ স্থলে মনে হয়, দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করায় অনাদিবর সিংহ ও সোম ঘোষ রাঢ়াধিপ আদিত্যশূরের নিকট বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনুষঙ্গী অপর তিন জন প্রথমে রাঢ়াধিপের সভাসদ্ হইয়া রাজদত্ত ভূখণ্ড লাভ করিয়া পরে পরিচিত হইয়াছিলেন। শ্যামদাসের সুপ্রাচীন ডাক বা 'ডাকরিতে' লিখিত আছে—

"মথুরায় বাস কৈল মৌদ্গল্য নন্দন।
বটগ্রামে বিশ্বামিত্র কৈল নিকেতন॥
হরিহর গ্রামে রৈল কাশ্যপ নন্দন।"

শাংস্য সিংহ ও সৌকালীন ঘোষ যেরূপ বহু গ্রাম লাভ করিয়া সামন্ত বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, মৌদ্গল্য পুরুষোত্তম, কাশ্যপ দেবদত্ত ও বিশ্বামিত্র গোত্রীয় সুদর্শন, ইহারা সেরূপ বহু স্থান লাভ করিতে পারেন নাই। উদ্ধৃত "ডাকের" বচনে উক্ত তিন ব্যক্তির সম্বন্ধে রাঢ়দেশে মথুরা, বটগ্রাম, ও হরিহর এই যে তিনটী গ্রামের উল্লেখ আছে, উহাই ইঁহাদের রাজদত্ত বাসস্থান বলিয়া মনে হয়।

মথুরা — কর্ণসুবর্ণের প্রাচীন রাজধানী রাঙ্গামাটী কাণসোণার ১৩ মাইল উত্তরপশ্চিমে এবং গোকর্ণ হইতে ১।০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে প্রাচীন মথুরা গ্রাম বিদ্যমান।

অজয়নদের পূর্ব্বকূলে মঙ্গলকোটের ৪ মাইল উত্তরপূর্ব্বে 'ইছে বড়গাঁ' নামে পরিচিত একটী পল্লী আছে। গ্রামটি প্রাচীন 'বটগ্রামের' অপভ্রংশে সাধারণতঃ 'বড়গাঁ' নামে পরিচিত। ইহার পার্শ্বে 'ইছাপুর' নামক গ্রাম থাকায়, 'ইছে বড়গাঁ' নাম হইয়াছে। এই বড়গাঁর পার্শ্বে পূর্ব্বপশ্চিমে ১ মাইলের উপর লম্বা এক বৃহৎ দীঘিকা আছে। এত বড় দীঘি বর্দ্ধমান জেলায় আর নাই। এত সুবৃহৎ দীর্ঘিকা বটগ্রামের অতীত সমৃদ্ধির পরিচায়ক।

বটগ্রাম

বহরমপুর গোরাবাজার হইতে ১০ মাইল পশ্চিমে ও ভৈরবনদের পশ্চিমকূলে 'হরিহরপাড়া' নামে একটী প্রাচীন পল্লী দেখা যায়। ইহাই কুলগ্রন্থ বর্ণিত হরিহর গ্রাম বলিয়া মনে হয়। উক্ত মথুরা, বটগ্রাম ও হরিহর গ্রামের পূর্ব্ব সমৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তীকালে এখানে পালবংশের পুনরধিকার বিস্তৃত হইলে ও অপরাপর নানা কারণে স্থানীয় দাস, মিত্র ও দত্ত বংশ নানাস্থানে গিয়া বাস করেন।

হরিহর

এদিকে কান্দি-রাজবাটীর পরবর্ত্তী কারিকায় লিখিত আছে—

"বিদায় হইয়া মন্ত্রী গজেতে উঠিল। উপঢৌকনাদি ভৃত্যগণে নৃপ দিল॥
সঙ্গের সকল লোকের করিলা সম্মান। উপনীত হইলেন গ্রাম বহড়ান॥
পুরুষোত্তম দাস দেখি মন্ত্রিবরে। আগুসরি লৈয়া আইল নিজ ঘরে॥
স্নানাহার করি প্রজা বোলাইঞা। রাজ্যার্পণ আচরিল হরষিত হৈঞা॥
গ্রামে গ্রামে ডঙ্কা দিয়া ঘোষণা করিল। প্রজাগণ প্রতি সব উপদেশ দিল॥
পরদিন দত্তবাটী দত্তের আলয়। উপনীত মন্ত্রিবর অতি ক্ষিপ্রতায়॥
মন্ত্রিবরে সসম্মানে পূজে দুঁহুজনে। সসম্মানে স্নানাহ্নিক কৈল ভোজনে॥
দূত গিয়া গ্রামে গ্রামে ঘোষণা করিল। দেবদত্ত পুরুষোত্তমে রাজা কৈল॥
উপরোক্ত রাজবাক্য সকল কহিঞা। মেহগ্রাম যাত্রা মন্ত্রী করে হরষিত হৈঞা॥
গমনকালেতে দত্ত সম্মান করিল। গ্রহণ করিয়া গজের উপরি উঠিল॥
দুঁহে পরস্পরে কৈল প্রণাম বন্দন। সঙ্গের লোকের তবে কৈল সম্মান॥
মেহগ্রামে উপনীত হৈল দুই দিনে। সুদর্শন কালিদাস প্রণময়ে চরণে॥
সমাদর করি মিত্রভূপ নিজালয়ে। সসম্মানে মন্ত্রিবরে দুঁহে যায় লয়ে॥
স্নানাহার করাইল উপঢৌকন দিল। মন্ত্রিবর মিত্রভূমে ঘোষণা করিল॥
রাজতুল্য সকলে মানিবা মিত্রভূপে। বিনাপত্তে করদান করিবা সবে নৃপে॥
দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তরের না লইবেন কর। একশত গ্রামের হইলা অধীশ্বর॥
মিত্রভূপদ্বয়ে রাখি বিদায় হইল। গজোপরি উঠি মন্ত্রী গৌড়ে যাত্রা কৈল॥
বহুদূর মিত্রদ্বয় করিল গমন। অনুমতি লয়ে ফিরে মিত্র দুইজন॥
তিন দিনে পঁহুছিল গৌড় রাজধানী।"

পঞ্চাননের কুলকারিকায় উক্ত পঞ্চ সামন্তরাজই শ্রীকর্ণবংশ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন—

"শ্রীকর্ণবংশশ্রেণিভুক্তাঃ পঞ্চবিজ্ঞা মহাজনাঃ।
বাৎস্যগোত্রোঽনাদিবরঃ সোমঃ সৌকালিনস্তথা॥
পুরুষোত্তমো মৌদ্গল্যঃ বিশ্বামিত্রঃ সুদর্শনঃ।
কাশ্যপো দেবনামা চ ইতি তে কথিতং মুদা॥
সূর্য্যবংশোদ্ভবৌ ক্ষত্রৌ দত্তদাসৌ মহাকৃতী।
চন্দ্রবংশোদ্ভবঃ ক্ষত্রো মিত্রকুলে সুদর্শনঃ॥
এতে সন্মৌলিকাঃ প্রোক্তাঃ কায়স্থাঃ কুলবিজ্ঞনৈঃ॥"

(পঞ্চাননের কুলকারিকা)

অর্থাৎ পঞ্চবিজ্ঞ মহাজনই শ্রীকর্ণবংশের শ্রেণিভুক্ত। বাৎস্য গোত্রীয় অনাদিবর, সৌকালিন সোম, মৌদ্গল্য পুরুষোত্তম, বিশ্বামিত্র সুদর্শন ও কাশ্যপ দেবদত্ত এই পাঁচ জনই পঞ্চ মহাজন। তন্মধ্যে মহাযশস্বী দেবদত্ত ও পুরুষোত্তম দাস সূর্য্যবংশোদ্ভব এবং মিত্রবংশীয় সুদর্শন চন্দ্রবংশোদ্ভব ক্ষত্রিয় হইতেছেন। কুলজ্ঞগণের নিকট এই তিনজন সন্মৌলিক বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

উক্ত কুলগ্রন্থের বচন হইতে মনে হয়, অনাদিবর সিংহ ও সোম ঘোষ রাজসম্মানিত এই দুই বংশ কুলীন এবং অপর তিন বংশ সন্মৌলিক বলিয়া সমাজে পরিচিত হইয়াছিলেন। শেষোক্ত তিনজন সভাসদ্ সম্বন্ধে শ্যামদাসের 'ডাক' হইতে এইরূপ পাওয়া যায়,—

"হরিতে ভকতি বড় মৌদ্গল্য নন্দন। দাস বুলি ডাকে তারে শুন সর্ব্বজন॥
তারপরে বিশ্বামিত্র করি যে লিখন। রাজার হৈঞা মন্ত্রী মৈত্র আচরণ॥
দানেতে নিপুণ বড় কাশ্যপ নন্দন। দত্ত বুলি খ্যাতি থুল সেই বিচক্ষণ॥"

যদিও শ্যামদাস মৌদ্গল্যগোত্র পুরুষোত্তমের আদি পদ্ধতি 'দাস' নির্দ্দেশ করিয়াছেন, উত্তররাঢ়ীয় প্রাচীন কুলপঞ্জিকায় পুরুষোত্তমের এরূপ দাস উপাধির উল্লেখ নাই, বরং এই বংশের প্রথমে 'দত্ত' পদ্ধতিই ছিল, কএক পুরুষ পরে 'দাস' পদ্ধতি প্রচলিত হয়। ইহার কারণ পরে বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, ৮০৪ শকে বা ৮৮২ খৃষ্টাব্দে রাঢ়াধিপ আদিত্যশূরের সভায় পঞ্চ কায়স্থ শুভাগমন করেন। যদিও তাহার বহু পূর্ব্বেই এদেশে কায়স্থশাসন ও বিস্তৃত কায়স্থ-সমাজ ছিল, উক্ত পঞ্চ কায়স্থই আদিত্যশূরের দক্ষিণহস্তস্বরূপ সমাজশাসনে মনোযোগী হইয়াছিলেন। এই সময়ে দাক্ষিণাত্য বিপ্রগণ রাঢ়বাসী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের যত্নে ও পঞ্চ কায়স্থের আচারানুষ্ঠানগুণে এখানে আবার বৈদিক ধর্ম্মের সমাদর হইয়াছিল।[১]

---

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড ৪র্থ অধ্যায়ে এই সময়ের বিস্তৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

উত্তররাঢ়ীয় সমাজে বাৎস্যগোত্র সিংহ, সৌকালীন ঘোষ, মৌদ্গল্য গোত্র দাস, কাশ্যপ দত্ত, বিশ্বামিত্র গোত্র মিত্র, শাণ্ডিল্য গোত্র ঘোষ, কাশ্যপ গোত্র দাস, মৌদ্গল্য কর ও ভরদ্বাজ গোত্র সিংহ এই ৯ ঘর পরিচিত, এই নয় ঘরের মধ্যে বাৎস্য সিংহ হইতে কাশ্যপ দাস পর্য্যন্ত পূরা সাত ঘর, মৌদ্গল্য কর $\frac{1}{8}$ এবং ভরদ্বাজ সিংহ $\frac{3}{8}$ ধরিয়া মোট সাড়ে সাত ঘর কল্পিত হইয়া থাকে। উত্তররাঢ়ীয় সমাজ প্রতিষ্ঠাকালে এরূপ কোন পদ্ধতি ছিল বলিয়া মনে হয় না। বল্লালসেনের কুলপদ্ধতি প্রচলনের পর যখন বারেন্দ্র-সমাজ সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া পড়েন এবং পরে সাড়ে সাতঘর লইয়া তাঁহাদের মধ্যে পটীবন্ধনের সূত্রপাত হয়, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজও বল্লালী কুলনিয়মের বাহিরে আসিয়া ৯ ঘরকে লইয়া সাড়ে সাত ঘরী পৃথক্ সমাজ গঠন করেন। সম্ভবতঃ বারেন্দ্র সমাজ ও উত্তররাঢ়ীয় সমাজে একই আদর্শ ধরিয়া সাড়ে সাত ঘরের কল্পনা হইয়া থাকিবে।

শেষোক্ত শাণ্ডিল্য ঘোষাদি চারি ঘরকে উত্তররাঢ়ীয় কুলীন-সমাজ কতকটা হীনভাবে দেখিয়া থাকেন, কিন্তু এই চারি ঘরও যে বিশুদ্ধ কায়স্থবংশোদ্ভব ও সম্মানিত ছিলেন, পঞ্চাননের কুলকারিকায় তাহার এইরূপ প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়—

"চিত্রাগুপ্তান্বয়ে জাতঃ ক্ষত্রো বিভানুসংজ্ঞকঃ। তদ্বংশসম্ভূতো ঘোষঃ শাণ্ডিল্যগোত্রজো ভবেৎ॥
চিত্রগুপ্তাত্মজঃ শ্রীমান্ কায়স্থো বিশ্বভানুকঃ। তদ্বংশসম্ভূতো গোত্রঃ কাশ্যপো দাস এব চ॥
চিত্রগুপ্তসুতশ্চাসৌ ক্ষত্রঃ শ্রীভানুবংশজঃ। তুর্য্যাংশো গণিতো জ্ঞেয়ঃ করো মৌদ্গল্য এব হি॥
শ্রীবীর্য্যবংশজশ্চাপি সিংহঃ তুর্য্যাংশগণিতঃ। গোত্রো ভরদ্বাজশ্চাসৌ মৌলিকঃ খ্যাতঃ এব হি॥
সর্ব্বে কর্ণজশ্রেণিভুক্তাঃ সুদক্ষা রাজকর্ম্মণি। মহাধনুর্দ্ধরা বীরাঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু পণ্ডিতাঃ॥"১০

অর্থাৎ চিত্রগুপ্তান্বয় ক্ষত্র বিভানুর বংশে জাত ঘোষ শাণ্ডিল্য গোত্রীয়, চিত্রগুপ্তাত্মজ বিশ্বভানুর বংশে কাশ্যপ দাস, চিত্রগুপ্তাত্মজ ক্ষত্র শ্রীভানুর বংশে মৌদ্গল্য করের উদ্ভব। চিত্রগুপ্তপুত্র শ্রীবীর্য্যভানুর বংশে তুর্য্যাংশ গণিত ভরদ্বাজ গোত্রীয় মৌলিকাখ্যাত সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা সকলে শ্রীকর্ণশ্রেণিভুক্ত, রাজকার্য্যে সুদক্ষ, মহাধনুর্দ্ধর বীর এবং সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন।

রাজা ধরাশূর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণ্যাদি বিচার করিয়া তাঁহাদিগকে কুলাচার ও সৎশ্রোত্রিয় এই দুই অংশে বিভক্ত করেন। সম্ভবতঃ তাঁহারই সময়ে শাণ্ডিল্য ঘোষ, কাশ্যপ দাস, মৌদ্গল্য কর ও ভরদ্বাজ সিংহ এই চারি ঘর মৌলিক বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

---

(১০) উত্তর রাঢ়ীয় কুলদীপিকায় ভিন্নরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়। যথা—

"চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতঃ কুলে সুচারুসংজ্ঞকঃ। স গৌড়দেশমাগত্য শ্রীগৌড় নামসংজ্ঞকঃ॥
তদ্বংশসম্ভূতো ঘোষশ্চাসৌ শাণ্ডিল্য গোত্রজঃ। চিত্রগুপ্তাত্মজঃ শ্রীমান্ কায়স্থোঽরুণনামকঃ।
তদ্বংশসম্ভূতো গোত্র কাশ্যপ দাস এব চ। চিত্রগুপ্তসুতশ্চাসৌ ক্ষত্র সুচারুবংশজঃ॥
তুর্য্যাংশো গণিতো জ্ঞেয়ঃ করো মৌদ্গল্য এব হি। সুচারুবংশজাশ্চাপি সিংহ তুর্য্যাংশগণিতঃ।
গোত্র ভরদ্বাজশ্চাসৌ কথ্যতে বংশনির্ণয়ঃ। এতে চ মৌলিকাঃ খ্যাতা সর্ব্বে গৌড়নিবাসিনঃ।
সার্দ্ধ সপ্তকাঃ নির্দ্দিষ্টাঃ কায়স্থাঃ উদগরাঢ়কাঃ।"

বারায় বজ্রতারা